Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক নারীবাদ (Feminism) ইসলামে নারীত্ব তুলনামূলক বিশ্লেষণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া আলম রিচি

রোলঃ 23100120958

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক নারীবাদ (Feminism) ইসলামে নারীত্ব তুলনামূলক বিশ্লেষণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া আলম রিচি

রোলঃ 23100120958

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আধুনিক নারীবাদ (Feminism) ইসলামে নারীত্ব তুলনামূলক বিশ্লেষণ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুরাইয়া আলম রিচি, আইডিঃ 23100120958 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আধুনিক নারীবাদ (Feminism) ইসলামে নারীত্ব তুলনামূলক বিশ্লেষণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sunaiya

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সুরাইয়া আলম রিচি

আইডিঃ 23100120958

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

"ভূমিকা" 5

নারীবাদের উৎপত্তি 7

নারীবাদীদের কার্যকলাপ 10

নারী ও পুরুষ কি সমান? 11

বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের অবস্থা 13

নারীবাদ ইমান ভঙ্গের কারণ 14

নারীবাদীদের প্রপাগাণ্ডা 15

নারীবাদী ও মিডিয়া আগ্রাসন 17

নারী ক্ষমতায়ন 18

নারীবাদীদের ইসলাম বিদ্বেষ 19

পর্দা একটি ইবাদাত ও আল্লাহর আদেশ- 19

নারীবাদের আগ্রাসন পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা- 21

ইসলামে নারীত্ব 24

ইসলামে নারীত্বের অধিকার ও মর্যাদা 28

ইসলামে নারীত্বের অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান 29

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা 31

ইসলামে নারীর সম্মানের গুরুত্ব 31

হাদিসের আলোকে নারীর মর্যাদা 34

কর্মক্ষেত্রে ইসলামে নারীত্বের অধিকার 37

ইসলামে নারীর অধিকার সমূহ 39

শেষ কথা 41

তথ্যসূত্র 42

“ভূমিকা”

ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে । কখনো মা হিসেবে, কখনো স্ত্রী হিসেবে, কখনো মেয়ে হিসেবে, আবার কখনো বোন হিসেবে।

ইসলাম আগমনের আগে জাহিলিয়াতের অন্ধকার যুগে নারীরা ছিল চরম অবহেলিত, ঘৃণিত। তখন তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু পর্যন্ত হরণ করা হতো।কন্যাসন্তানকে জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্মম ঘটনাও ঘটেছিল সে সময়। ইসলাম এসে এই বর্বরতা রুখে দিয়েছে। ইসলাম সম্মান নিয়ে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করেছে। একসময় নারীদের উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হতো, ইসলাম তা কঠোরভাবে বন্ধ করেছে।

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “কারো কন্যাসন্তান ভূমিষ্ট হলে সে যদি তাকে পুঁতে না ফেলে, তাকে যদি সে অপমানিত না করে এবং তাকে উপেক্ষা করে যদি সে পুএসন্তানের পক্ষপাতিত্ব না করে, তাহলে আল্লাহপাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” (আবু দাউদ শরীফ)। বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার, স্বাধীনতা ও মর্যাদা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। আধুনিক নারীবাদ নারীর সমঅধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরোধিতাকে গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে ইসলামি নারীত্ব নারীর মর্যাদা, দায়িত্ব, অধিকার ও পারিবারিক ভারসাম্যের উপর জোর দেয়। এই গবেষণায় আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামি নারীত্বের মূল ধারণা, উদ্দেশ্য, নারীর ভূমিকা, স্বাধীনতা, পরিবার, পোশাক, কর্মক্ষেত্র এবং সামাজিক অবস্থান তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, উভয় ধারাই নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক নারীবাদ অধিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও ইসলামি নারীত্ব ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোর মধ্যে নারীর সম্মান ও অধিকারকে গুরুত্ব দেয়। ইসলামে নারীত্ব হলো স্রষ্টার দেওয়া এক অনন্য সম্মান ও মর্যাদার নাম। ইসলাম নারীকে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মা, স্ত্রী, বোন এবং কন্যা হিসেবে প্রতিটি ধাপে নারীর জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট অধিকার, নিরাপত্তা ও দায়িত্ব।

আধুনিক নারীবাদের সংজ্ঞা ও ধারণা

ইসলামিক দৃষ্টিতে আধুনিক নারীবাদ (Modern Feminism) বলতে সাধারণত এমন চিন্তাধারাকে বোঝানো হয়, যা নারী-পুরুষের সমান অধিকার, স্বাধীনতা, সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগের কথা বলে। তবে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এটি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য বা পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য—এভাবে এক কথায় বলা হয় না; বরং যে বিষয়গুলো ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলো গ্রহণযোগ্য, আর যেগুলো ইসলামী আকীদা ও শরিয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

নারীবাদ হল সামাজিক -রাজনৈতিক আন্দোলন এবং মতাদর্শের একটি পরিসর যার লক্ষ্য লিঙ্গের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সমতাকে সংজ্ঞায়িত করা এবং প্রতিষ্ঠা করা | নারীবাদ এই অবস্থানে রয়েছে যে আধুনিক সমাজগুলি পুরুষতান্ত্রিক __ তারা পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাধিকার দেয় _ এবং এই সমাজে মহিলাদের প্রতি অবিচার করা হয়। এটি পরিবর্তন করার প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে জেন্ডার স্টেরিওটাইপের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং মহিলাদের জন্য শিক্ষাগত, পেশাদার এবং আন্তঃ্ব্যক্তিক সুযোগ এবং ফলাফলের উন্নতি করা।

নারীবাদ হচ্ছে মূলত নারীমুক্তির জন্যে কিংবা নারীর সমানাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা তত্ব এবং একই সঙ্গে তার প্রয়োগ ও দৃষ্টিভঙ্গি। নারীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি লিগ বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে নারী তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে ।নারীবাদীদের মতে তারা যেন পুরুষদের মতই সবক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় সে লক্ষ্য কাজ করছে।তাদের কথা হল," আমি নারী,আমি সব পারি" ।আদৌ কি তা সত্য? নারীবাদীদের এই চিন্তা কতটা যুক্তিযুক্ত তা আমরা জানতে পারবো ইন শা আল্লাহ

নারীবাদের উৎপত্তি

বিশ্বে নারী আন্দোলনের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। সরকারীভাবে নারী আন্দোলনের সূচনা হিসেবে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ, বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবকে চিহ্নিত করা হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বিক্ষিগতভাবে কিছু নারীবাদী প্রবন্ধ ও রচনা পাওয়া গেলেও ফরাসি বিপ্লবকেই (১৭৮৯) নারীবাদী আন্দোলনের সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী সেখানকার মহিলাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। নিজেদের পারিবারিক জীবনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়টিকে তাঁরা আন্দোলনের সামগ্রিক 'স্বাধীনতা'র শ্লোগানের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী মহিলারা শুধুমাত্র রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁরা পিতৃতন্ত্রের অবসান ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরব হন।

ফরাসি বিপ্লব ১৭৯১ সালের নতুন সংবিধানে পুরুষদের সীমিত ভোটাধিকার স্বীকার করা হল, কিন্তু মহিলাদের বঞ্চিত করা হল। এ ছাড়া নবগঠিত ফরাসি সংসদে 'পুরুষদের অধিকারের ঘোষণাপত্র! (Declaration of the rights of man)) গৃহীত হল। এই ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ফরাসি মহিলারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সরকার কড়া হাতে এই আন্দোলনকে দমন করে। প্রসঙ্গত, মাদাম গুতজ নামক এক মহিলা বিপ্লবী দাবি করেন, নারীদের যদি ফাঁসিতে যাওয়ার অধিকার থাকে, তাহলে তাদের সংসদে যাওয়ার অধিকার থাকবে না কেন? এই প্রতিবাদের পরিণতিতে মাদামকে সংসদের পরিবর্তে ফাঁসি কাঠেই যেতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভলতেয়ার, রুশো, দিদেরো, মন্তেস্কু প্রমুখ এই সময়ের বিখ্যাত দার্শনিকদের দর্শন ও রচনায় নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। নারীকে তাঁরা ভাবাবেগের আধার হিসেবে, মাতা, কন্যা, স্ত্রী-র সার্থক ভূমিকা পালনকারী হিসাবে দেখেছেন, কিন্তু তারাও যে পুরুষের মতো যুক্তিবাদী চিন্তা করতে সক্ষম, তাদেরও যে যুক্তিবাদী মনন আছে, একথা এইসব দার্শনিক মনে করতেন না। এই প্রেক্ষাপটে মেরি ওলস্টোনক্রলাফট নামক এক ফরাসি মহিলা (Vindication of the Rights of women (1792)) নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেন, সমসাময়িক তথা উত্তরকালের

নারীবাদীদের তা ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বস্তুত এই গ্রন্থটির মধ্য দিয়েই উদারপন্থী নারীবাদের সূত্রপাত ঘটে।

ফরাসি দেশের নারীবাদী আন্দোলনের ঢেউ ক্রমশ ইউরোপের অন্যান্য দেশে পৌঁছে যায়। ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডের নারীরা বেশ কিছু দাবির ভিত্তিতে 'চার্টার অব ডিম্যান্ডস' পেশ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। এরই পাশাপাশি বিশ্বের আর এক ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকাতে নারীদের বৈপ্লবিক ভূমিকার এক অভূতপূর্ব আত্মপ্রকাশ ঘটে ।১৮৫৭ সালের ৮ মার্চের ধর্মঘটে । ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন-এ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৭টি দেশের একশত নারী প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং বিশ্ববরেণ্য নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে উদ্যাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত নারী সংগঠনগুলি এই দাবিকে সমর্থন জানায়। অবশেষে ১৯১৪ সাল থেকে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সর্বত্র শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের প্রকাশ ঘটতে থাকে। উঠেছিল। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভার্জিনিয়া উলফ্, সুজান সায়লেটস প্রমুখ ।

প্রথম পর্বের *নারীবাদির আন্দোলন গুলোর* *এতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও বর্তমান দিনের কোনো কোনো নারীবাদী ওই পর্বের আন্দোলনগুলির কিছু সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের মতে ওইসব আন্দোলনের প্রত্যেকটি ছিল ইস্যু-ভিত্তিক এবং সীমিত প্রকৃতির । কখনও নারী-পুরুষের সম-মজুরির দাবিতে, কখনও নারীদের ভোটাধিকারের দাবিতে, কখনও নিরাপদে গর্ভপাতের দাবিতে, কখনও বা বিবাহ-বিচ্ছেদকে আইনসঙ্গত করার দাবিতে ওইসব আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। বর্তমানের নারীবাদী তাত্বিকদের মতে, একটি বা কয়েকটি বিশেষ দাবি মিটে গেলেই নারী নির্যাতন বা লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান ঘটবে না। এরজন্য ধ্যানধারণার পরিবর্তন, প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন। এই ধরনের মৌলিক পরিবর্তনকে লক্ষ্য রেখে বিশ শতকের ৬০-এর দশক থেকে নারী আন্দোলন এক নতুন মোড় নেয়।*

বৈপ্লবিক ভূমিকার এক অভূতপূর্ব আত্মপ্রকাশ ঘটে ।১৮৫৭ সালের ৮ মার্চের ধর্মঘটে । ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন-এ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৭টি দেশের একশত নারী প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং বিশ্ববরেণ্য নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে উদ্যাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত নারী সংগঠনগুলি এই দাবিকে সমর্থন জানায়। অবশেষে ১৯১৪ সাল থেকে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সর্বত্র শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের প্রকাশ ঘটতে থাকে। উঠেছিল। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভার্জিনিয়া উলফ্, সুজান সায়লেটস প্রমুখ প্রথম পর্বের নারীবাদী আন্দোলনগুলির, এতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও বর্তমান দিনের কোনো কোনো নারীবাদী ওই পর্বের আন্দোলনগুলির কিছু সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের মতে ওইসব আন্দোলনের প্রত্যেকটি ছিল ইস্যু-ভিত্তিক এবং সীমিত প্রকৃতির । কখনও নারী-পুরুষের সম-মজুরির দাবিতে, কখনও নারীদের ভোটাধিকারের দাবিতে, কখনও নিরাপদে গর্ভপাতের দাবিতে, কখনও বা বিবাহ-বিচ্ছেদকে আইনসঙ্গত করার দাবিতে ওইসব আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। বর্তমানের নারীবাদী তাত্বিকদের মতে, একটি বা কয়েকটি বিশেষ দাবি মিটে গেলেই নারী নির্যাতন বা লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান ঘটবে না। এরজন্য ধ্যানধারণার পরিবর্তন, প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন। এই ধরনের মৌলিক পরিবর্তনকে লক্ষ্য রেখে বিশ শতকের ৬০-এর দশক থেকে নারী আন্দোলন এক নতুন মোড় নেয়।

নারী আন্দোলনের ২য় পর্ব

র্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মধ্যে একটি অংশ আবার সমকামিতাকে সমর্থন করেছেন। বলা হয়েছে, নারীর সঙ্গে নারীর মানসিক ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যকে খর্ব করা যেতে পারে। ত্যাদ্রিয়েন রিচ (Adrien Rich) sta compulsory and lesbian existenc e (1980) ডি (Adrien Rido)) তার মেয়ে বলেছেন, অসমকাম হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এক বাধ্যতামূলক যৌনতা, যা প্রতিটি মেয়ে কখনোই মানতে বাধ্য নয়। অন্যদিকে সমকামী মেয়েদের অস্বাভাবিকবা অসুস্থ বলে প্রচার করার মধ্যে আছে পিতৃতন্ত্রের একধরনের কৌশল।

নারী আন্দোলনের ৩য় পর্বে *১৯৯০ এর দশক থেকে নারীবাদী আন্দোলন এর ৩য় পর্ব বা ঢেউ (Third wave of feminism) শুরু হয়। নারীবাদের দ্বিতীয় পর্ব নারীর অধিকার ও লিঙ্গজনিত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। তাই নারীবাদের তৃতীয় পর্ব বা ঢেউ গড়ে ওঠে । এই তৃতীয় পর্বকে অনেক সময় উত্তর-নারীবাদ (post feminism) বলেও চিহ্নিত করা হয়।*

নারীবাদীদের কার্যকলাপ

নারীবাদীরা কার্যকলাপ ক্রমশ বাড়ছে। নারীবাদীরা বিভিন্ন সময় আন্দোলনের মাধ্যমে নারী অধিকারের প্রচারণা চালিয়েছে , যার মধ্যে ভোটের অধিকার , সরকারী অফিসের জন্য করা , সমান অধিকার রয়েছে। বিবাহের মধ্যে , এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি । নারীবাদীরা গর্ভনিরোধ , আইনি গর্ভপাত এবং সামাজিক সংহতি নিশ্চিত করার জন্যও কাজ করেছে ; এবং নারী ও মেয়েদের যৌন নিপীড়ন , যৌন হয়রানি এবং গাহ্স্থ্য সহিংসতা থেকে রক্ষা করা । নারীর পোশাকের মান পরিবর্তন, পোশাকের স্বাধীনতা এবং নারীদের জন্য গ্রহণযোগ্য শারীরিক কার্যকলাপও নারীবাদী আন্দোলনের অংশ।

তাদের এ সকল কার্যকলাপ সবই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক । কুরআন ও হাদীস বিরোধী। অনেক পণ্ডিত নারীবাদী প্রচারাভিযানকে নারীর অধিকারের জন্য প্রধান এতিহাসিক সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান শক্তি বলে মনে করেন , বিশেষ করে পশ্চিমে , যেখানে তারা প্রায় (গর্ভনিরোধক ত্যাক্সেস সহ) অর্জনের জন্য কৃতিত্বপূর্ণ। এবং গর্ভপাত এবং চুক্তিতে প্রবেশ করার অধিকার এবং নিজস্ব সম্পত্তি। যদিও নারীবাদী ওকালতি প্রধানত নারীর অধিকারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং করা হয়েছে, কেউ কেউ এর লক্ষ্যের মধ্যে পুরুষের মুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যুক্তি দেয় , কারণ তারা বিশ্বাস করে যে পুরুষরাও এঁতিহ্যগত লিঙ্গ ভূমিকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । নারীবাদী তত্ব , যা নারীবাদী আন্দোলন থেকে উদ্ভূত, নারীর সামাজিক ভূমিকা এবং জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করে লিজ বৈষম্যের প্রকৃতি বোঝার লক্ষ্য । নারীবাদী তাত্ত্িকরা লিঙ্গ সম্পর্কিত সমস্যাগুলির প্রতিক্রিয়া জানাতে বিভিন্ন শাখায় তত্ত তৈরি করেছেন।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যের প্রতিনিধিত্বকারী অসংখ্য নারীবাদী আন্দোলন এবং মতাদর্শ বছরের পর বছর ধরে গড়ে উঠেছে। নারীবাদীদের কার্যকলাপে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে সমকামীতা,্রাজেন্ডার মতবাদ ।পুরুষ থেকে নারীতে রুপান্তরিত ব্যাক্তিকেও তারা নারী বলে সম্বোধন করে সব সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে।

নারী ও পুরুষ কি সমান?

নারী ও পুরুষ কখনো সমান হতে পারে না। তারা একে অপরের পরিপূরক তারা হল একে অপরের সহযোগী প্রতিযোগী নয় ।পুরুষ ও নারী জাতির মধ্যে সৃষ্টিগত কিছু পার্থক্য রয়েছে।

নারীর শরীর অম্লধর্মী কিন্তু পুরুষের শরীর ক্ষারধর্মী, নারীর শরীর চুম্বকধর্মী কিন্তু পুরুষের বিদ্যুৎধর্মী। নারীর শরীর স্থিতিশীল ও রক্ষণশীল কিন্তু পুরুষের শরীর গতিশীল ও সৃজনশীল ।

সাধারণত: পুরুষের দৈহিক গড় ওজন ১৪০ পাউন্ড এবং নারীর

দৈহিক ওজন ১২৮ পাউন্ড। পুরুষের দেহে মাংস পেশী শতকরা ৪১.৫ ভাগ, কিন্তু নারীর দেহে মাংস পেশী ৩৫ ভাগ। পুরুষের দেহের হাড়ের ওজন সাধারণত: সাত সের কিন্তু নারীর দেহের হাড়ের ওজন সোয়া পাঁচ সের। পুরুষের দেহে শতকরা ১৮ভাগ চর্বি কিন্তু নারীর দেহে ২৮ভাগ চর্বি। পুরুষের তুলনায় নারীর শরীরে জলীয় অংশ বেশি । পুরুষের মগজের ওজন গড়ে সাড়ে ৪৯ আউন্স, কিন্তু নারীর মগজের ওজন মাত্র ৪৪ আউস, পুরুষের মগজের সর্ব নিম্ন ওজন ৩৪ আর সর্বোচ্চ ৬৫- আউন্স। অর্থাৎ মগজের ওজনের উপরই বুদ্ধি নির্ভরশীল ।

আল্লাহ তা'আলা সুরা আলে ইমরানের ৩৬ নং আয়াতে বলেন,

অর্থ: পুরুষরা তো নারীদের মত নয়।

নারী ও পুরুষের মধ্যে মনস্তাত্তিক পার্থক্য । শরীরিক ও গঠন কাঠামো গত পার্থক্য ছাড়াও মানসিক ও স্বভাবগত দিক থেকেও নারী-পুরুষের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। আর এপার্থক্য শুধু মানুষ নয় বরং ইতর প্রাণী নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। পুরুষ যেখানে সাহসী নারী সেখানে ভীরু । সাহসিকতা, শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব ও পৌরুষে পুরুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য; আর ভীরুতা, আত্ম বিশ্বাসহীনতা, পর নির্ভশীলতা ও লজ্জা নারীর ভূষণ। পুরুষ যেখানে বেপরোয়া ও কাণ্ড জ্ঞানহীন, নারী সেখানে কর্তব্য পারায়ণ ও দায়িত্বশীল। পুরুষ যেখানে চঞ্চল ও উগ্র, নারী সেখানে শান্ত ও নমনীয়। পুরুষ জয় করে শক্তি ও পৌরুষে, নারী জয় করে রূপে ও গুনে। নারী যেখানে নিরাপত্তাহীনতায় কাতর, পুরুষ সেখানে নিরাপত্তা দাতা আমরা মুসলমান। আলাইহি ওয়াসাল্লাম । আল্লাহ তায়ালার যে সিদ্ধান্ত তার মধ্যেই আমাদের সফলতা ও কল্যাণ।

বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের অবস্থা

সভ্যতাসমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রিক, রোমান, পারস্য, মিসরীয়, চৈনিক, হিন্দু, ইহুদি ও খিস্টান সমাজের চিত্র ছিল এক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন ।

গ্রিক সমাজে, নারীরা এর ঘৃণিত ছিল যে, তাদেরকে শয়তানের নোংরা চেলাচামুণ্ডা মনে করা হতো।

রোম সাম্রাজ্যে পরিবার প্রধান, নিজের সন্তানদের যাকে ইচ্ছা বিক্রি করে দিতে পারত দাসদাসীর মতো । কন্যা সন্তান হলে তো কোন কথাই নাই।

হিন্দু ধর্ম মতে,পিতা, স্বামী অথবা নিজ পুত্রের কর্তৃত্ব থেকে নারীর স্বাধীন হওয়ার কোন অধিকারই নেই। এমনকি এক সময় স্বামীর ৩। মৃত্যের পর স্ত্রীর বেঁচে থাকার অধিকারও ছিল না। তাকে স্বামীর সাথে একই চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরতে হতো । ১৭০০ শতাব্দীতে আইন করে এই প্রথাকে বিলুপ্ত করা হয়।

চীনদের প্রবাদই ছিল "তোমরা স্ত্রীর কথা শোন তবে বিশ্বাস করো না"।

ইহুদি ও খ্রিস্টানরাই তো নারীকে রীতিমত অভিশাপ মনে করে থাকে । কারণ নারীই না কি আদমকে বিপথগামী করেছিল । তাওরাতে বালা হয়েছে, স্ত্রী লোক মৃত্যুর চেয়ে মারত্বক। বোস্তাম নামক খ্রিস্টান বালাকে বলেন, নারী এক অনিবার্ধ আপদ, এক লোভনীয় আপদ, পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি, মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা । আরবদের অবস্থা তো ছিল আরো সঙ্গিন কন্যা। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়াকে তারা ভীষণ অশুভ ঘটনা বিবেচনা করত। কোন কোন গোত্র নবজাতক মেয়েকে আভিজাত্যের কলঙ্ক ভেবে এবং কেউ বা খাদ্য জোগাতে পারবে না এই আশঙ্কায় জ্যান্ত মাটিতে পুতে ফেলত। মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে তাদের এহেন কর্মের নিন্দা করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

"যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তার মুখ কালো হয়ে যায়। এবং অসহ্য মনস্থাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে

লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে রাখে । সে চিন্তা করে অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে না। তাকে মাটির নিচে পুতে ফেলবে। মেনে রেখো, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।"

নারীবাদ ইমান ভঙ্গের কারণ

নারী বাদ বলতে শরীয়তে কিছু নেই। এর আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সবই ভ্রান্তিতবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তদের গোমরাহ বলা গেলেও কাফের বলা যায়না আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরীয়তের অকাট্য ও সুস্পষ্ট কোন বিষয়কে অস্বীকার করা, অভিযোগ করা ও বিদ্রুপ করার কারণে তাদের ঈমান চলে যাবে । বিয়ে করে থাকলে সাথে সাথে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে ।এবং তাওবা না করলে ইসলামী রাষ্ট্রে তাকে মুরতাদ হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

১) সকল বিষয়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে। তাদের মাঝে কেবল লিঙ্গ ও গঠনাকৃতির ব্যবধান রয়েছে! বাকী সব ক্ষেত্রে পুরুষ যা করতে পারবে নারীরাও তাই করতে পারবে, এতে বাধা দেওয়া ধর্মান্ধতা ও মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বললে ঈমান চলে যাবে।

২) বোরকা পরিধান করা ও পর্দা প্রথা একটি সেকেলে ও মধ্যযুগীয় প্রথা। অনুরুপ নারীদের হিজাব ও পর্দার বিধানকে ব্যাঙ্গাত্মক ও বিদ্রপাত্মক ট্যান্ট/তাবু, ক্ষেত, জঙ্গী, ঝোপঝাড় ও জঙ্গল বললেও ঈমান চলে যাবে।

৩) আল্লাহ কুরআনে উত্তরাধিকার হিসেবে ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাওয়ার বিধান রেখেছেন তা বে ইনসাফ। এক্ষেত্রে কুরআন ও আল্লাহ মেয়েদের অবহেলা করেছে। ।

৪) পুরুষরা নারীর উপর কর্তৃত্ববান হবে কেন? কেনই বা নারী তার স্বামীর আনুগত্য করবে?

নারীরা স্বাধীন থাকবে তাদের স্বাধীনতা থাকবে কারো কর্তৃত্ব ও আনুগত্য মেনে নারী পরাধীন থাকবেনা ।

“পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল কারণ আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সুরা নিসা-৩৪

নারীবাদীদের প্রপাগাণ্ডা

নারীবাদীরা নানা ভাবে তাদের প্রোপাগাণ্ডা চালায় ।নারী স্বাধীনতার কথা বলে আজ আমাদের নারীরা ঘরের বাইরে গিয়ে পুরুষদের সাথে সব ক্ষেত্রে টেক্কা দিতে চায়।কিন্ত অনেক সময় নিজেদের দূর্বলতা মনে করিয়ে দিয়ে তাদের অধিকার নিয়ে প্রভাব খাটাতে চায়। ইসলাম নারীদের কোন স্বাধীনতা দেয় না, সম্পত্তির সমান ভাগ দেয় না,পর্দা কে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কথা বলে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে মুসলিম নারীদের বিভ্রান্ত করে আসছে।পুরুষ যে ভাবে চলা-ফেরা, কাজ-কর্ম, চাকুরী করে মহিলারাও সেভাবে করতে পারবে নারী হয়ে পুরুষের মত চলাফেরা করা,তাদের মত সুবিধা ভোগ করা, পোশাক পরা এই বিষয় গুলো সমাজে ঢালাওভাবে প্রচার করা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেমিনার আয়োজন করা,মিডিয়াকে ব্যবহার করে তারা খুব সহজেই প্রোপাগাণ্ডা চালায়।

অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন,
“আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষ এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।”

ইবনু 'আব্বাস(া.) হতে বর্নিত-

"রাসূল পুরুষদের মধ্যে নারীর বেশ ধারণকারীদেরকে এবং নারীদের মধ্যে পুরুষের বেশ ধারণকারিণীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন!

নারীবাদীদের দিয়ে এন জিও দের ষড়যন্ত্র

নারীবাদীদের দিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এন জিও গুলো তাদের কার্যকলাপ গুলো কৌশলে সম্পাদন করে।এই এন জিও গুলো বিভিন্ন বই পুস্তকের মাধ্যমে কিংবা মাঠ পর্যায়ে কাজ করে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে আসছে।গ্রামীণ অসহায় নারী শিশুদের জন্য তারা ভালো কাজ করে এমন একটি চিত্র তারা ফুটিয়ে তোলে আপাতদৃষ্টিতে সেটি দেখতে ভালো মনে হলেও এর পিছনে থাকে কঠিন ষড়যন্ত্র। জাতিসংঘ,ব্র্যাক ইত্যাদি নাম না জানা আরো অনেক এন জিও সুক্ষভাবে আমাদের নারীদের মাথায় নারীবাদের বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দিচ্ছে। *ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বিশেষ করে তাদের ষড়যন্ত্র এর মিশন কে চালু রেখেছে মুসলিম নারীদের পিছনে।*

এন জিও সুক্ষভাবে আমাদের নারীদের মাথায় নারীবাদের বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দিচ্ছে পিছনে । কারণ তারা খুব ভালোভাবে জানে যদি মুসলিম নারীদেরকে আমাদের আয়ত্তে আনতে পারি তাহলে মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করা আমাদের জন্য অতি সহজ । তাই তারা বিভিন্নভাবে অপকৌশল চালিয়ে নারীদেরকে স্বীয় ঘর থেকে বের করে নিচ্ছে চাকুরী ও টাকার প্রলোভন দেখিয়ে। যেমন- বিভিন্নরকম বীমা কোম্পাণী, ব্র্যাক সংস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে ।

গভীর ভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় তারা মা বোনদেরকে ঘর থেকে বের করে নিচ্ছে দারিদ্র্য গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। কারণ মহিলারা হলেন সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত। যদি এসমস্থ মহিলাদেরকে চরিত্রহীন, নির্লজ্জ ও ইসলাম বিরোধী বানানো যায় তাহলে তার থেকে যে সমস্ত সন্তান ভূমিষ্ট হবে, তারাও তাদের মত হবে। উত্তরবঙ্গের অনেক জেলা রয়েছে যেসমস্ত জেলায় বানিয়ে ছিল। ঘটনাটি প্রকাশ হওয়ার পর তাদের আবার মুসলমান বানানো হয়েছে।

নারীবাদী ও মিডিয়া আগ্রাসন

নারীবাদীরা ফিতরাতের বাইরে নারী-পুরুষ সমতার পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে একটা পর্যায়ে নারীকে নারীকে স্রেফ ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করে। এজন্য যেই পশ্চিমা সমাজে নারী অধিকার ও নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে এত মাতামাতি, খোদ সেখানেই নারীবাদীদের কুরুচিপূর্ণ যৌনাচার, বর্ণবাদ, পুরুষনিগ্রহ এবং ক্ষমতার বিকার সভ্যতা ও নৈতিকতার যাবতীয় মাত্রা ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু দুনিয়াব্যাপী নারীবাদীদের সেইসব অব্যাহত অপকর্মের কতটুকু আপনি জানেন? নারীবাদ কি আসলেই নারী-পুরুষ সমতার কথা বলে? নাকি সমতার ছদ্মাবরণে নারীকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলাই তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য? সমাজ, রাষ্ট্র ও টিভি-মিডিয়ার সর্বত্র কীভাবে তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে ওত পেতে বসে আছে। বিভিন্ন হলিউড বলিউড নারীবাদী অভিনেত্রীরা নারী স্বাধীনতার কথা বলে অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের সনঘমকে অর্থের বিনিময়ে বিকিয়ে দিয়েছে পুরুষদের কাছেই " my body, my choice 'নামক ঘৃণ্য ও অশ্লীল মতবাদ তারাই ছড়িয়ে সমাজকে কলুষিত করছে।অনেক পুরুষও নারীদের এসকল কর্মকান্ড সমর্থন করছে। বিষয়টি এমন যে শিয়াল তো মুরগীর স্বাধীনতা চাইবেই।এসকল নারীরা বিয়ে করছে আবার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে আবদ্ধ হচ্ছে ডিভোর্স হচ্ছে আবার বিয়ে করছে ।এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। শেষ সময়ে এসে স্বামী, সন্তানহীনজীবন যাপন করছে আর সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে পোষা কুকুরকে।

নারী ক্ষমতায়ন

নারী ক্ষমতায়নের বুলি আউড়ানো পশ্চিমা বিশ্ব।' অথচ খোদ আমারেরিকা তাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কোন নারীকে ক্ষমতা দেন নি।অথচ তারায় নাকি নারী অধিকার নিয়ে বেশি সচেষ্ট। যেই দেশটা নারী নারী আর নারীর অধিকার নিয়া বিশ্বব্যাপী এত কিছু করে তাদের দেশেই কেনো কখনো কোনো নারী সর্বোচ্চ ক্ষমতায় যেতে পারে না।

কারন তারা ঠিকই জানে হিউম্যান সাইকোলজি তথা ফিতরাতগত ভাবে ওই জাতি কখনোই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে পারবে না, যে জাতিকে কোনো মহিলা নেতৃত্ব দিবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"যে সম্প্রদায় তাদের নেতৃত্বের দায়িত্বভার কোনো নারীর উপর অর্পণ করে সেই সম্প্রদায় কখনোই সফল হবে না।" (সহিহ আল বুখারী, হা/৭০৯৯)

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসুল(সা.) বলেন-
"যখন তোমাদের নেতারা তোমাদের মাঝের বদলোক হয় আর তোমাদের ধনীরা হয় কৃপণ, আর তোমাদের কর্মকর্তা হয় নারী, তখন জমিনের পেট তার পিঠের তুলনায় তোমাদের জন্য উত্তম। (অর্থাৎ জমিনের উপরে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু তোমাদের জন্য উত্তম।"সুনানে তিরমিযি,হাদীস নং ২২৬৬

নারীবাদীদের ইসলাম বিদ্বেষ

নারীবাদীরা মূলত ইসলামবিদ্ধেষী মনোভাব তাদের অন্তরে লালন করে আমাদের নারীদেরও ইসলামের সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করাতে শেখায় ।যেমন: পর্দা মত ফরয ইবাদাত কাজ শুধু সংসার সামলানো নয় ।ইসলাম নারীদের ঘরে বন্দী করে রেখেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যান্য ধর্মে নারীদের অবস্থানের বিষয়ে তারা তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না। বিভিন্ন মাহফিলে উলামায়ে কেরামগণ পর্দা নিয়ে কথা বললে তাদের মৌলবাদী এমন ট্যাগ দিতেও ভয় করে না। তাদের সমস্যা মূলত ইসলাম। তারা সবসময় বলে ইসলাম ধর্মে নারীদের জোর করে পর্দা করানো হয়।অথচ এটি একটি ইবাদত।

পর্দা একটি ইবাদাত ও আল্লাহর আদেশ-

পর্দা একটি ফরয ইবাদাত যে ইবাদাতের কাযা আদায় করা যায় না।এই ইবাদাত নারীদের জন্য কত বড় নিয়ামত তা বলে কি আদৌ শেষ হবে? নারীবাদীরা এই ইবাদাত নিয়ে কটাক্ষ করতে ভয় করে না।তারা এই বিধান কে নারীদের জন্য বাধা মনে করে পর্দা নামক পবিত্র ইবাদাত কে নিয়া তারা উপহাস করে। বোরকা পড়লে ভুতের মত লাগে, দেখলে ভয় লাগে এই টাইপের মন্তব্য করে।

আল্লাহ তায়ালার যত বিধান আছে সমস্ত বিধান আমাদের কল্যাণের জন্য । তাই আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল আমাদের জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা পালন করা আমাদের জন্য জরুরী । কারো ধোঁকায় পড়ে কোন ভাবেই আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিধানকে লঙ্ঘন করা যাবে না। এখন যদি আপনারা কারো শরীয়ত বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে অবশ্যই উক্ত আয়াতের হুকুমের অবমাননা করা হবে। আয়াতটি হলো -
"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর বর্বর যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।"
কুরআন এ উল্লেখ আছে-

“তোমরা যখন তাঁর স্ত্রীদের নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্ত রের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।”
কুরআন এ আরও বলা আছে-
“হে নবী! আপনি আপনার পত্নী ও কন্যা এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে । ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।”

উপরোক্ত তিনটা আয়াতের ভাষ্য দ্বারা অবশ্যই বোঝা যায় যে পর্দা করা আল্লাহ তায়ালার মহান নির্দেশ ।

নারীবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের আরেকটি উক্তি হলো কোন মহিলাকে পর্দা করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কথা। এ সমস্ত উক্তিগুলো সম্পূর্ণ কোরআনের উক্ত আয়াতসমূহের সাথে একে বারেই সাংঘর্ষিক। এ কথা স্মরণ রাখবেন, কোরআন মাজীদের একটা আয়াতকে যদি কোন ব্যক্তি অস্বীকার করে, বা অবমাননা করে সাথে সাথে সে কাফের হবে।

নারীবাদের আগ্রাসন পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা-

সমাজে নারীদের এমন উন্মুক্ত আচরণ পরিবারগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে ক্যারিয়ারমুখী নারীরা অনাগ্রহ প্রকাশ করছো স্বামীর অবাধ্যতা ও স্বামীকে সময় না দেয়ার কারণে পরিবার গুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। সমাজের বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হচ্ছে।পরিবার গুলো ভেঙে যাচ্ছে।ইসলামী মূল্যবোধ, বিধিনিষেধের কোন তোয়াক্কা না করেই পরিবার আর সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

দ্বীনদার ফেমিনিস্ট

দ্বীনদার ফেমিনিস্ট একটি নব্য ফিতনা ।নারীবাদীদের জাল এত প্রকট আকার ধারণ করেছেযে অনেক দ্বীনদার নারীও এই ফাঁদে পা দিয়েছে ।তাদের নতুন বানী হলো 'পর্দা করে সব করা যায়!

পর্দা করে ব্যবসা করা, চাকরী করা, সহশিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা অর্জন করার জন্য বিদেশ যাত্রা ইত্যাদি । ব্যবসা করার ক্ষেত্রে তারা আম্মাজান খাদিজা (রা.) এর ব্যবসা কে উদাহরণ হিসেবে টেনে আনে ।তারা পর্দা কে ফ্যাশন হিসেবে নিয়েছে। বিভিন্ন রংবেরঙ্র বোরকা,নিকাব পরিধান করা। বোরকা হরেক ডিজাইন যা পর্দার মত পবিত্র ইবাদাত কে নিয়ে উপহাস করা নয় কি?বোরকা গুলো এত টাইট হয় যে শরীরের অবয়ব সম্পূর্ণ বোঝা যায়। হাদীসে বর্নিত আছে-

"দুই প্রকার জাহান্নামী মানুষ আমি (এখন পর্যন্ত) প্রত্যক্ষ করি নি (অর্থাৎ, আমার পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে): এমন এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে। আর পোশাক পরিহিত উলঙ্গ নারী (অর্থাৎ নারীরা এমন নগ্ন ও পাতলা পোশাক পরবে যে, বাস্তবে উলঙ্গ থাকবে), (পর পুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও নিজেরাও (পর পুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে। (ফ্যাশন ও স্টাইল করার নিমিত্তে) তাদের মাথা (চুলের গোছা) হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মতো! এ ধরনের নারীরা জানাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে (অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তা ৫০০ বছরের দুরুত্ব থেকে পাওয়া যায়)।সহীহ মুসলিম- ২১২৮; শরহু মুসলিম, নববী- ১৭/১৯১; মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৪৬/২২"

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

"অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে শেষ যামানায় একদল পুরুষের আবির্ভাব হবে, যারা (ঘোড়া বা উটের) বাহনে বসার জন্য তৈরিকৃত গদির মত (ভিন্ন যানবাহনে বসার জন্য) নরম ও রেশমের কাপড়ে তৈরি গদিতে আরোহন করবে। এমনকি তাদের এ যানবাহন নিয়েই তারা মসজিদে সালাত পড়তে আসবে (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে)! তাদের মেয়েরা কাপড় পরিহিত হয়েও উলঙ্গ থাকবে! (ফ্যাশন ও স্টাইল করারনিমিত্তে) তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মতো! ওদের অভিশাপ দাও কেননা ওরা সবাই অভিশপ্ত! যদি আল্লাহ এই উম্মতের পর অন্য কোন উম্মত সৃষ্টি করতেন তাহলে এসব নারীদেরকে তাদের পরবর্তী উম্মতের খাদেমা হিসেবে নিযুক্ত করতেন যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের (বনী ইসরাইলের) নারীদেরকে (তাদের অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানির কারণে) তাদের পরবর্তী উম্মতের খাদেমা নিযুক্ত করা হয়েছিল!
(মুসনাদে আহমাদ- ১১/৬৫৪; সহীহ ইবনু হিব্বান- ৫৭৫৩; মুস্তাদরাকে হাকেম- ৪/৪৩৬; ফতহুর রব্বানী, আহমাদ আব্দুর রহমান আল বান্না- ১৭/৩০১)"

নারীবাদ নারীদের জন্যই ক্ষতিকর

নারীবাদ ' এই তত্ব মূলত নারী হিসেবে আমাদের জন্যই ক্ষতিকর ।নারীবাদ আমাদের মনে পুরুষ বিদ্বেষী মনোভাব তৈরি করে।এদের অনুকরণে আমরা স্বাধীন হতে গিয়ে উল্টা নিজের গায়রত হারিয়ে ফেলব মুক্তা ঝিনুকেই সুন্দর। দামী জিনিস আমরা সব সময় লুকিয়ে রাখি।আমরাই তেমন দামী আল্লাহর কাছে আল্লাহ তা'আলায় আমাদের এ সম্মান দিয়েছে। নারীবাদীর আগ্রাসনে নারীরা আজ ক্যারিয়ারমুখী হওয়াতে বিয়ে করছে না।বেশি বয়সে বিয়ে হওয়াতে সন্তান ধারণক্ষমতা হাস পাচ্ছে ।শারীরিক ক্ষতি হচ্ছে।কিংবা ক্যারিয়ারেরকথা চিন্তা করে সন্তান জন্মদানে নিরুৎসাহিত হচ্ছে।সংসারের নানা অশান্তি হচ্ছে ডিভোর্সের ংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করলে অশান্তি ও ধ্বংস অনিবার্ধ। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কত নারী দৈনিক ধর্ষিত হচ্ছে। কোথাও কোথাও নারীকে ধর্ষণ করার। পর সাথে সাথে হত্যা করে ফেলছে। যারা চাকুরী জীবী তারাও ধর্ষণের শিকার ব্যভিচারের শিকার চাকুরী চলে যাওয়ার ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না। আর যারা তাসলিমা নাসরিনের কাতারে যোগ দিয়েছে এবং পুরুষের নিজেদের বিলিন করে দিচ্ছে, এটাকে তারা গর্বের কাজ মনে করছে। এটাই কি গর্বের

কাজ? নাকি নারী জাতির মান-মর্যাদাকে চিরতরে ধ্বংস করার পায়তারা।শিক্ষিত নামের কিছু ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল তারা চায় নারীরা পর্দাহীনভাবে ২৪ঘন্টা জীবন যাপন করুক এটাই নারীর স্বাধীনতা । আসলে কি পর্দাহীনতা নারী স্বাধীনতা? চিন্তা করুন যারা এই সমস্ত কথা বলে তারা নারীদের থেকে তাদের হীনস্বার্থ উদ্ধার করার অপচেষ্টা করছে। নারীর বেপর্দা জীবন-যাপন করুক, এসমস্ত কথা বলে অবশ্যই তারা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হবে, এবং হচ্ছে। যদিও তারা প্রকাশ করছেনা স্বার্থের কারণে । আখেরাতে তো হবেই। এই পুরুষ তার কামভাব পুরা করার জন্য চেষ্টা করবে তখন সে গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে। আর এ মহিলাকে চির কলঙ্কিত হয়ে দুনিয়াতে থাকতে হবে । অনেক সময় আত্মহত্য করেও ফেলে । এমন বহু ঘটনা আছে যা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে।কোন নারী বেপর্দাভাবে চলবে অথচ কোন পুরুষ তার দিকে তাকাবে না। এবং এ নারী ফিতনার শিকার হবে না এটা অসম্ভব। আর কেউ যদি এটার বিরুদ্ধে আইন করে তাহলে সে বোকা ছাড়া আর কিছু নয়।এমন অবস্থা চলতে থাকলে সমাজে ইভ টিজিং, ধর্ষণ ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে।আলহামদুলিল্লাহ যে সমস্ত মা ও বোনেরা পর্দা করে তারা সব সময় নিরাপদ থাকে । তাদের চরিত্রের উপর কোন আঘাত আসে না। তারা সব সময় চিন্তামুক্ত থাকে। দুনিয়াতেও শান্তি আখেরাতেও শান্তি। কারণ হলো তারা আল্লাহ তায়ালার মহান হুকুম পর্দার বিধানকে পালন করে ।তাই বলা যায়, "নারীবাদ" আমাদের নারীদের জন্যেই ক্ষতিকর।

ইসলামে নারীত্ব

ইসলামে নারীত্ব

ইসলামে নারীত্ব (Islamic femininity / নারীর স্বকীয়তা) বলতে নারীর মর্যাদা, স্বভাব, দায়িত্ব, অধিকার, লজ্জাশীলতা, চরিত্র, আধ্যাত্মিকতা ও সামাজিক ভূমিকার সমন্বিত পরিচয়কে বোঝায়। ইসলাম নারীত্বকে দুর্বলতা হিসেবে নয়, বরং সম্মান ও দায়িত্বপূর্ণ পরিচয় হিসেবে দেখেছে।

ইসলামে নারীত্বের কিছু মূল দিক—

১. নারীর মর্যাদা ও সম্মান

ইসলাম নারীকে সম্মানিত মর্যাদা দিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে—

"আর আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।"

— সূরা আল-ইসরা ১৭:৭০

এখানে নারী-পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

২. তাকওয়া হলো মর্যাদার মাপকাঠি

ইসলামে নারীত্বের মূল্য বাহ্যিক সৌন্দর্যে নয়, তাকওয়া ও চরিত্রে।

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান সে, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।"

— সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৩

৩. লজ্জাশীলতা ও শালীনতা (হায়া)

ইসলামে নারীত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো হায়া (লজ্জাশীলতা)।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"প্রত্যেক ধর্মের একটি বিশেষ চরিত্র আছে, আর ইসলামের বিশেষ চরিত্র হলো লজ্জাশীলতা।"

— Sunan Ibn Majah

৪. পরিবার ও সমাজে ভূমিকা

ইসলাম নারীকে শুধু গৃহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেনি; বরং মা, স্ত্রী, কন্যা ও সমাজের সদস্য হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“জান্নাত মায়ের পদতলে।”

— Sunan an-Nasa'i

৫. জ্ঞান অর্জনের অধিকার

ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জন গুরুত্বপূর্ণ।

হাদিসে এসেছে—

“জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।”

— Sunan Ibn Majah

৬. অধিকার ও দায়িত্বের ভারসাম্য

ইসলাম নারীদের শিক্ষা, সম্পদ, উত্তরাধিকার, বিবাহের সম্মতি ও সামাজিক অধিকার দিয়েছে।

“পুরুষদের জন্য যা অর্জন করেছে তার অংশ আছে এবং নারীদের জন্যও যা অর্জন করেছে তার অংশ আছে।”

— সূরা আন-নিসা ৪:৩২

যদি তুমি থিসিস “আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামি নারীত্ব” নিয়ে লিখো, তাহলে “ইসলামে নারীত্ব” অংশে এগুলো সাব-হেডিং হিসেবে ব্যবহার করতে পারো।

ইসলাম নারীদের যে সম্মান দিয়েছে তা অন্য কোন ধর্মে দেওয়া হয় নি।নারীদের বলা 'রব্বাতুল বাইত'। তারা ঘরের রানী।তারা তাদের স্বামীর আনুগত্য করবে,সংসার সামলাবে রিজিক তালাশের করার মত কঠিন দায়িত্বটাও তাদের দেয়া হয় নি।নারীদের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার নিকট অনেক বেশী। আল্লাহ তায়ালা নারীদের নামে কোরআন মাজীদের একটা সূরা নাযিল করেছেন সুরা নিসা। অথচ কোরআন মাজীদে কোন সূরার নাম সুরাতুর রিজাল নেই ।পুরুষরা জামাতে নামাজ পড়ে, ঈদের সময় ঈদগাহে নামাজ পড়ে, জুমার নামাজ আদায় করে যে সওয়াবের অধিকারী হয়, নারীরা তাদের খেদমত করে উক্ত সওয়াবের অধিকারী হন। নারীরা ঘরে বসে বসে প্রয়োজনীয় জিনিসের কথা স্বামীদেরকে বলবেন আর তারা আপনাদের কথা অনুযায়ী এ সমস্ত জিনিস নিয়ে আসবে । একটু চিন্তা করুন, ইসলাম আপনাদেরকে এত মর্যাদা দিল।

কন্যা সন্তানদের হক্ক আদায়ে ইসলামে অনেক নেকীর কথা বলা হয়েছে। কন্যা সন্তানদের লালন পালনের সওয়াবের ব্যাপারে হাদীস শরীফে আছে-

" হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক মহিলা আমার নিকট আসল এবং সঙ্গে ছিল তার দুইটি কণ্যা। মহিলাটি আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল, তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাই তা দিয়ে দিলাম। অতপর সে এটাকে তার উভয় কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিল। এবং তা থেকে নিজে কিছুই খেল না। তারপর, সে উঠে চলে গেল। এমন সময় নবী (সাঃ) প্রবেশ করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁকে বললাম, তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি এই সমস্ত কণ্যাদের ব্যাপারে সমস্যায় পড়েছে। এবং তাহাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছে, তবে এই কণ্যাগণ তার জন্য দোযখের আগুন থেকে অন্তরায় হবে।"

আনাস (রাঃ) বলেন হুজুর (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি দুইটি কন্যা প্রাপ্তবয়স হওয়া পর্যন্ত লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করবে । আমি ও সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এই ভাবে একত্রে থাকব । এই বলে তিনি নিজের আঙ্গুলগুলো মিলেয়েছেন।"

" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা অথবা এই পরিমাণ বোনের প্রতিপালন করবে অর্থাৎ তাদের আদব-কায়দা শিক্ষা দিবে এবং স্নেহ করবে যে পর্যন্ত না তাদের আল্লাহপাক পর মুখাপেক্ষিতা হতে মুক্ত করেন। তার জন্য আল্লাহপাক বেহেশত অবধারিত করবেন। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুইটির বেলায়ও কি অনুরূপ সওয়াব হবে? তিনি বললেন, দুইজনের ব্যাপারেও সেই সওয়াব পাবে। বর্ণনাকারী বলেন এমনকি যদি সাহাবীগণ একজনের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করতেন। তবে একজন সম্পর্কেও তিনি তাই বলতেন।"

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে-

হযরত আবুল্লাহ রো.) বলেন রাসূল (সাঃ) বলেন, যার একটি কণ্যা বা বোন আছে সে তাকে জীবন্ত কবর দেয়নি। এবং তাকে তুচ্ছও মনে করেনি, আর তার উপর পুত্র সন্তানকে প্রাধান্যও দেয়নি । আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

মা হিসেবে একজন নারীর কি মর্যাদা সেটিও কুরআন ও হাদিসে বর্নিত আছে-

আবু হুরাইয়া (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করল। ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)। আমার কাছে কে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী? তিনি বললেন তোমার মাতা । সে জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা । সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তার পর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা । সে আবারও জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা: বলেন - কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের সন্ধির সময় আমার মা মুশরিকা অবস্থায় আমার নিকট আসলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মা আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণে অনাগ্রহী। এমতাবস্থায় আমি কি তার সানারীবাদথে সদাচরণ করব? তিনি ' বললেন হ্যাঁ, তার সহিত সদ্যবহার করো।

একজন স্ত্রী হিসেবে নারীর অনেক মর্যাদা রয়েছে ।পুরুষেরা নারীদেরকে তার উপযুক্ত মোহরানা পরিশোধ করে তারপর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কেননা এটা নারীর হক্ক ও প্রয়োজন। একজন নারী তার নিজের ঘর ছেড়ে স্বামীর সাথে ঘর বাঁধে। বিনিময় তাকে দেওয়া এই উপহার । তুচ্ছ তবে তা তার জন্য কিছুটা হলেও আনন্দের । অপরদিকে, যদি অমিলের কারণে তালাক্কের মাধ্যমে দম্পতি আলাদা হয়ে যায় তাহলে সেই মোহরানার অর্থ সেই নারীর সাময়িক জীবিকা নির্বাহের খোরাক হিসেবে কাজে দেবে। মোহরানা তাই নারীর প্রাপ্য, পুরুষের জন্য মোহরানার বিধান দেওয়া হয়নি। নারীদের বিবাহের আগ পর্যন্ত যত রকমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সবকিছু পুরা করার দায়িত্ব তাদের বাবার বা বড় ভাই এর জিম্মায়। বিবাহের পর স্বামীর উপর । স্বামীর ইন্তেকালের পর বড় ছেলের উপর মৃত্যু পর্যন্ত । আবার বাবার সম্পদ থেকে ভাইয়ের অর্ধেক পাচ্ছেন, স্বামী থেকে মোহরের টাকা পাচ্ছেন। আবার স্বামীর থেকে তার কিছু সম্পদের মালিক হচ্ছেন। এগুলো আপনাদের আয়ের খাত। ব্যয়খাত কোথায়? আপনাদের সমস্ত জিম্মাদা অন্যের উপর । ধনী মা ও বোনেরা, খুব সতর্ক থাকবেন, আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন শুধু খাওয়া, দাওয়া আর টাকা উপার্জনের জন্য নয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম নারীদের অনেক অধিকার দিয়েছে। যা অন্য কোন ধর্ম বা পশ্চিমা সভ্যতা তাদের নারীদের দেয় নি কিন্তু মুসলিম নারীরা সর্বদাই সম্মানিত ছিল।

বর্তমানে সমান অধিকারের নামে যে সকল বুলি উড়ছে তা সমান অধিকার নয় বরং নারীদের সকল অধিকার হরণ করার ষড়যন্ত্র। হাদীসে আছে, "তোমরা প্রত্যেক মানুষকে তাদের স্থানে রাখো, যে যেই মানের তাকে তার স্থানে রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা পুরুষ জাতিকে মহিলা জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কার ক্ষমতা আছে, পুরুষ মহিলাকে এক পাল্লায় রাখার।

ইসলামে নারীত্বের অধিকার ও মর্যাদা

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্্রম, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। অতএব যদি কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহ'লে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকার সমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। আর ইসলাম একজন নারীকে তার পরিপূর্ণ হক , সম্মান -মর্যাদা দিয়েছেন যেখানে এখনো ভিন্ন ধর্মে নারীকে অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে উদাসীন সেখানে ইসলাম নারীকে তার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে।

ইসলামে নারীত্বের অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান

ইসলামে নারীর উন্নত মর্যাদা স্বীকৃত। মানব ইতিহাসের সর্বনিকৃষ্ট যুগ তথা আরবের 'আইয়ামে জাহেলিয়া'তে নারীর মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত ছিল না। যেসব কারণে সেই যুগটি ইতিহাসে অন্ধকারের যুগ হিসেবে চিহ্নিতত তার অন্যতম ছিল নারীর প্রতি অবমাননা । সে যুগে নারীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের কোনো বালাই ছিল না। আর নারীর সম্মান ও মর্যাদা; তা ছিল সুদূরপরাহত। কন্যাসন্তানের জন্ম হওয়াকেই মনে করা হতো অপয়া, অলক্ষুণে ও মান-ইজ্জতের পরিপন্থি। নারীসমাজের জন্য এমনই এক সব অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে ইসলাম । খ্রিষ্টীয় ষষ্ট-সপ্তম শতকে নারী জাতির বসবাসের অনুপযোগী সমাজব্যবস্থাকে ইসলামের শান্তি ও মানবতার বার্তা দিয়ে নারীদের জন্য চলমান সব অভিশপ্ততার মুলোৎপাটনপূর্বক এক আশীর্বাদময় সমাজের গোড়াপত্তন করা হয়; যেখানে কন্যা, স্ত্রী ও মা হিসেবে নারীর সর্বোন্নত মর্যাদা ও সব অধিকার সুনিশ্চিতকরণের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই যে নবজাতক কন্যাকে হত্যা করে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, সেই কন্যা ফিরে পেল তার মাথা উচু করে বেঁচে থাকার সব অধিকার ।মরুময় আরবের অন্ধকার যুগ ভেদ করে ইসলামের আগমন ঘটে। মানবতার পরম সুহৃদ মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ে- 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো কন্যাসন্তানের জনক হবে, সে সোজা আল্লাহর জান্নাতে চলে যাবে।' তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, যদি পরপর দুটি কন্যা হয়? মমতাময় হৃদয় দিয়ে তিনি বলে দিলেন, যদি কারও দুটি কন্যাসন্তান হয় সেও জান্নাতে যাবে এবং যদি কারও পরপর তিনটি কন্যাসন্তান থাকে, সেও জান্নাতবাসী হবে। তদানীন্তন আরবে কন্যাসন্তান হলে তার পিতাকে লোকেরা নানা গালি দিত। কন্যার পিতাকে গালি দেওয়ার এই অপসংস্কৃতি আজকের আধুনিক যুগেও অনেক সমাজে দেখা যায়। মহানবী (সা.) অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে এ ব্যাপারে সতর্কতা উচ্চারণ করেছেন'তোমরা মেয়েসন্তানের পিতাকে গালি দেবে না, কারণ আমি নিজেই মেয়েদের পিতা ।' উল্লেখ্য, প্রিয় নবী (সা.) নিজে চারটি মেয়েরত্নের গর্বিত পিতা ছিলেন। এই মেয়ে যখন বড় হয়ে ওঠে তখন তার বিয়ে হয়, সে হয় কারও স্ত্রী, বধু। মহানবী (সা.) স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে সবাইকে সতর্ক করেছেন, সদুপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা যা খাবে তাদেরও তা-ই খেতে দেবে; তোমরা যা পরবে তাদেরও তা-ই পরতে

দেবে। বিদায় হজের এঁতিহাসিক ভাষণেও মহানবী (সা.) সবাইকে স্ত্রীদের ব্যাপারে সাবধান করেছেন। তাদের সব অধিকারের প্রতি যত্্রশীল থাকতে বলেছেন। স্ত্রীদের সব ন্যায্যতা ও প্রাপ্যতা পরিশোধ-সংক্রান্ত নির্দেশনার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অনমনীয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত যেন মজবুত হয় সে জন্য তিনি ঘোষণা করেছেন- 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।' সুতরাং স্বামীর উৎকৃষ্টতার সনদ দেবে তার স্ত্রী। তাই অনুষঙ্গ হিসেবে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে স্বতন্ত্র মর্ধাদা প্রদান করেছে। বাহ্যিকতার চাকচিক্যে কোনো ব্যক্তি যতই নিজেকে মহৎ দাবি করুক না কেন; সহধর্মিণী যদি তার ব্যাপারে ইতিবাচক ছাড়পত্র না দেয়, তবে তিনি নিশ্চিত ভগড। কেননা, বিবাহিত কোনো পুরুষকে তার স্ত্রীর চাইতে ভালো আর কেউ জানে না। সে জন্যই মহানবী (সা.) ব্যক্তির উত্তম হওয়ার মানদণ্ড হিসেবে স্ত্রীর সনদকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যা নারীর সম্মানকে বাড়িয়ে দেয়।ইসলাম নারীকে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সর্বক্ষেত্রে যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে; আমাদের উচিত প্রকৃত অর্থেই তা সমুন্নত রাখা এবং সুরক্ষা করা। নারীর প্রতি কোনো রূপ বৈষম্য এবং নারীকে অসম্মান কোনোমতেই মানবিক ও মূল্যবোধের সংস্কৃতির পরিপূরক নয়; বরং 'অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'। বিশ্ব সভ্যতার গোড়াপত্তনে নারীর যে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদান, তার প্রতি যথাযথ মূল্যায়ন ও গুরুত্ব প্রদান করে সামগ্রিক সৃষ্টিকে আরও অনুপম মাধুর্যে সৌন্দর্যমন্তিত করাই আমাদের পরম কর্তব্য।

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হ'তে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃংখলে বন্দী করে ফেলেছে। উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানসিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্ধাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলামে নারীর সম্মানের গুরুত্ব

ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসেবে। মহানবী (সা.) বলেন, "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত" । হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক লোক মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকারী কে? নবীজি (সা.) বললেন, "তোমার মা"। ওই লোক জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন "তোমার মা:। ওই লোক আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? এবারও তিনি উত্তর দিলেন "তোমার মা" । (বুখারি)।

মহানবী (সা.)-এর জামানার বিখ্যাত এক ঘটনার কথা আমরা জানি। মায়ের সেবা করার কারণে হজরত ওয়াইস করনি (া.) প্রিয় নবীর জামানায় থেকেও সাহাবি হতে পারেননি । একবার ওয়াইস করনি (রা.) নবীজির কাছে খবর পাঠালেন "ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে মন চায়; কিন্তু আমার মা অসুস্থ,এখন আমি কী করতে পারি? নবীজি (সা.) উত্তর পাঠালেন, "আমার কাছে আসতে হবে না।

আমার সঙ্গে সাক্ষাতের চেয়ে তোমার মায়ের খেদমত করা বেশি জরুরি । নবীজি (সা.) তাঁর গায়ের একটি মোবারক জুব্বা ওয়াইস করনির জন্য রেখে যান। তিনি বলেন, মায়ের খেদমতের কারণে সে আমার কাছে আসতে পারেনি । আমার ইন্তেকালের পরে তাকে আমার এই জুব্বাটি উপহার দেবে । জুব্বাটি রেখে যান হজরত ওমর (রা.)-এর কাছে। এবং প্রিয় নবী (সা.) বলেন, হে ওমর! ওয়াইস করনির কাছ থেকে তুমি দোয়া নিয়ো ।

কন্যা হিসেবে নারীর সম্মান

মহানবী (সা.) বলেছেন, "মেয়েশিশু বরকত (প্রাচুর্য) ও কল্যাণের প্রতীক ।' হাদিস শরিফে আরও আছে, "যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যাসন্তান থাকবে; আর সে ব্যক্তি যদি তার কন্যাসন্তানকে সুশিক্ষিত ও সুপাত্রস্থ করে, তার জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়।?

স্ত্রী হিসেবে নারীর সম্মান

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক । এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে রয়েছে, "তারা তোমাদের আবরণস্বরূপ আর তোমরা তাদের আবরণ ।" (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৭)। স্ত্রীর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, "উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক ।" (মুসলিম শরিফ)। তিনি আরও বলেন, "তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।" (তিরমিজি)। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ করো ।" (সুরা-৪ নিসা, আয়াত: ১৯)। কোরআনে আরেক জায়গায় বলা হয়েছে, 'নারীদের ওপর যেমন অধিকার রয়েছে পুরুষের, তেমনি রয়েছে পুরুষের ওপর নারীর অধিকার ।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত ২২৮)।

বোন হিসেবে নারীর সম্মান

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কারও যদি কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তান থাকে আর তিনি যদি সন্তানদের জন্য কোনো কিছু নিয়ে আসেন, তবে প্রথমে তা মেয়ের হাতে দেবেন এবং

মেয়ে বেছে নিয়ে তারপর তার ভাইকে দেবে । ' হাদিস শরিফে আছে, বোনকে সেবাযত্ন করলে আল্লাহ প্রাচুর্য দান করেন।

বোন হিসেবেও নারী জান্নাত লাভের কারণ । হাদিসের ভাষায়, 'যে ভাই তার পুরো নারী জাতির মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে সৎ চরিত্রবান নারী ।' শুধু কি তাই? প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের আবেগ-অনুভূতি; এমনকি নূনতম কষ্টের প্রতিও যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। তিনি বলেছেন, 'আমি যদি নামাজে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘ করার ইচ্ছা রাখি, এমতবস্থায় যদি শিশুর কামার আওয়াজ পাই, তাহলে শিশুর মায়ের কষ্ট হবে ভেবে নামাজ ছেড়ে বাচ্চার কামনা থামাব। এতটাই মর্যাদা দিতেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের এতটাই ভালোবাসতেন নবিজি তাদের ।

বিধবার অধিকার ও সম্মান

বিধবাদের অধিকার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, "যারা বিধবা নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়, তারা যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং নিরলস নামাজি ও সদা রোজা পালনকারী । (বুখারি ও মুসলিম)। নারীর প্রতি সম্মান পুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রমাণ

রাসুলের(সাঃ) একটি হাদিসে এসেছে, নারীকে সম্মান করার পরিমাপের ওপর ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি নির্ভর করে। তিনটি বিষয় নবী করিম (সা.)-এর জীবনে লক্ষণীয় ছিল__-এক. নামাজের প্রতি অনুরাগ; দুই. ফুলের প্রতি ভালোবাসা; তিন. নারীর প্রতি সম্মান। (বুখারি ও মুসলিম)।

হাদিসের আলোকে নারীর মর্যাদা

আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, "যে ব্যক্তি দু'টি কন্যার লালন-পালন করবে তাদের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, কিয়ামতের দিন সে আমার সাথে এভাবে আসবে। এ বলে তিনি নিজের আঙ্গুলিসমূহ একত্রিত করে দেখালেন (মুসলিম, মিশকাত)

ওকবা ইবনু আমের (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, "যার তিনটি কন্যা সন্তান থাকবে সে যদি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজের সামর্থ্যানুযায়ী তাদের খাদ্য প্রদান করে, পান করার ব্যবস্থা করে এবং তাদের পোশাক পরিধান করায়, তাহলে তারা ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম হতে অন্তরাল হবে" (ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৯, ছহীহাহ হা/২৯৪)।

ইবনু আববাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.বলেছেন, "যে কোন মুসলমান ব্যক্তির দু'জন কন্যা হবে, সে তাদের ভালভাবে রক্ষণাহেবণ করবে যতদিন তারা দু'জন তার কাছে থাকবে, তাহলে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে' (ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭০)।

ইসলাম নারীকে দিয়েছে রানীর সম্মান

ইসলাম নারীকে দিয়েছে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সম্মান ও মর্যাদা। এ নারীই আমাদের মমতাময়ী মা, প্রিয়তমা স্ত্রী, স্নেহের বোন বা আদরের সোনামণি মেয়ে। অন্যদিকে এ স্বর্গতুল্য মাকে কোনো কোনো সময় ও অবস্থায় চরম অপমানকর চরিত্রে উপস্থাপন করা হয় এ সমাজে । অথচ ইসলাম নারীকে দিয়েছে মায়ের সম্মান, স্ত্রীর অধিকার ও কন্যার স্নেহ।একজন নারী "মা' হিসাবে শুধু বাবার চেয়ে অধিকারে বড়ই নন, মর্ধাদা ও সম্মানেও শ্রেষ্ঠ। বিশ্বনবি (সা.) কে একবার একজন সাহাবি জিজ্ঞেস করেছিলেন, জীবিত বাবা-মার মধ্যে সেবা পাওয়ার অধিক হকদার কে? মহানবি (সা.) ৩ বার বলেন, তোমার "মা"। এরপর চতুর্থবারে বলেন তোমার পিতা। তাছাড়া আমাদের দেশের মুসলিম পারিবারিক । তিনি এ কুরআন দিয়ে পরিবার সমাজ ও গোটা পৃথিবীর সর্বস্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এক্ষেত্রে তিনি শতভাগ সফলও হয়েছেন। তিনি কুরআন দিয়ে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বের

কবর রচনা করে মানুষের উপর আল্লাহর প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি মানুষের উপর সুস্পষ্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন। আধুনিক বিশ্বে নারী অধিকারের বিষয়টি বহুল আলোচিত। পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী অধিকারের ধারণাটি গত শতাব্দীর সৃষ্টি কিন্তু ইসলাম নারী অধিকারের ধারণা উপস্থাপন করেছে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। ইসলাম নারীর অধিকারের সুস্পষ্ট ঘোষণায় নারীর যথাযথ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বপ্রথম নারী জাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা আমরা কুরআন-হাদীসের পাশাপাশি রাসূল (সা.)এর সীরাত অধ্যয়ন থেকে বিস্তারিত জানতে পারি। ইসলামের আগে জাহেলি আরব সমাজে নারীর মর্যাদাপূর্ণ কোনো অবস্থান ছিল না। আমরা সকলেই জানি, আরব ছিলো একসময় অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুসংস্কার আর নানা অনাচারে ঘেরা এক মরু উপত্যকা । যাকে আরবী ইতিহাসবিদগণ আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময় এ ও লজ্জাষ্কর মনে করতো। তাদের সমাজে ও পরিবারে কোনো অধিকার ছিল না। তারা ছিলো পুরুষদের দাসী মাত্র। পরিবারের কর্তা ইচ্ছে করলে নারীকে ক্রয় বিক্রয় করতে পারতো। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার বলতে লোনো অংশ ছিলোনা। মেয়ে বা কন্যা শিশুদেরকে পিতার পক্ষ থেকে সম্পত্তি লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতো । ঘাড়ের বোঝা মনে করা হতো কান্য শিশুদের । এমন দৃশ্যও আছে যে, সে সময় কন্যাশিশুর মর্যাদা সমাজে এতোটাই নিচে ছিল যে কন্যাশিশুর জন্ম হলে তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। এরকম কতো কন্যাশিশুকে যে জীবন্ত কবরে পুঁতে দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চই আরবের সে অন্ধকার যুগের ইতিহাসের খাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

জীবন্ত কন্যা পুঁতে দেওয়া (সমাধিস্থ করা) করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা সেদিন জিজ্ঞেস করবেন এভাবে, যা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে : যখন জীবন্ত পুঁতে দেওয়া কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (সুরা তাকভীর, আয়াত: ৮, ৯)। আল্লাহ পাকের কাছে নারী-পুরুষের মর্যাদা আলাদা নয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেছেন : অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৫)।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, আমলের দিক থেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে সবাই সমান । সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। আমাদের সমাজে আমরা এখন দেখছি নৈতিক অবক্ষয়

ও মূল্যবোধের অভাবে অনাচার ও বেহায়াপনা জেঁকে বসেছে। নারী নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। সর্বত্রই নারীরা লাঞ্ছিত হচ্ছে। প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় নিত্যনতুন উপায়ে বা পদ্ধতিতে নারী লাঞ্ছনার খবর আসে । অথচ ইসলাম একজন নারীকে কত উচ্চ মর্যাদা দান করেছে, তা আজকের সমাজবিজ্ঞানীরা ভুলতে বসেছে।

উত্তরাধিকার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে নারীদের মধ্যে মা, স্ত্রী, কন্যাদের তাদের পিতার ও স্বামীর সম্পত্তিতে এবং বিশেষ অবস্থায় বোনদের ভাইয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলামের আগমনের আগে পৃথিবীর বুকে আর কোনো ধর্মই এভাবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেনি। একইভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নারীদের স্বামীর সম্পদের মালিকানা দান করেছেন। স্বামীর অধিকার নেই যে, স্বামী হওয়ার কারণে সে তার স্ত্রীর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। নারী তার সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে।পাশ্চাত্যের পঁতিদের মুক্ত থিওরী আর ফ্যাশন সমাজের নারীসহ সকলেই স্মার্টনেস হয়ে দাঁড়িয়েছে । অথচ বর্তমান কন্যাশিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের প্রতি যে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে, তা আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। জাহিলি যুগে পিতা কর্তৃক আপন কন্যা ধর্ষনের কোনো নজির নেই। কিন্তু এখন এমন ঘটনাসহ দড়ি বেঁধে প্রকাশ্যে নারীর উপর নির্যাতন সমাজে অহরহ দৃশ্যমান । আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি, ইসলামের আগমনের পূর্বে নারীর সম্ভ্রম এবং মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করতো । রাতের বেলায় নারীরা মদ, গান-বাদ্যের মহোৎসব করতো। সমগ্র পৃথিবী যখন হেরার আলোর অভাবে এমনই এক ঘুটঘুটে অন্ধকার যুগে বসবাস করতে লাগলো; ঠিক ওয়া সাল্লামের আগমন ঘটে। আর তখন থেকেই নারীরা তাদের যথাযোগ্য চিরসম্মান ও চিরমর্যাদা লাভ করে। নারীদের প্রতি উত্তম আচরণের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। তিনিই সর্বপ্রথম নারীর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সমাজে নারীদের অভূতপূর্ণ মর্যাদার কথা ঘোষনা দিয়েছেন।

কর্মক্ষেত্রে ইসলামে নারীত্বের অধিকার

ইসলামে নারীর কর্মক্ষেত্রে অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল বিষয়। ইসলাম নারীদের কাজ করার অনুমতি দিয়েছে, তবে এর সাথে কিছু শর্ত ও দিকনির্দেশনা জুড়ে দিয়েছে যেন তা ইসলামি মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়।

ইসলামে নারীর কর্মক্ষেত্রে অধিকার ও নির্দেশনা: 1. কর্ম করার অধিকার:

ইসলাম নারীদের শিক্ষা ও কাজ করার অধিকার দিয়েছে। প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)এর যুগেও নারীরা শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, এমনকি যুদ্ধে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেছেন।

খাদিজা (রা.) নিজে একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং নবী (সা.) তাঁর ব্যবসায় অংশ নেন। 2, পবিত্রতা ও পর্দার বিধান:

নারীর পোশাক ও আচরণে শালীনতা বজায় রাখা আবশ্যক । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুমিন নারীদের বলে দিন, যেন তারা নিজেদের উপর তাদের চাদরের কিছু অংশ ঝুলিয়ে দেয়..." (সুরা আহযাব, ৩৩:৫৯)।
কর্মক্ষেত্রে পর্দার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনবোধে পুরুষ সহকর্মীর সাথে শালীন ও প্রয়োজনীয় কথাবার্তার অনুমতি রয়েছে। 3, নিরাপত্তা ও সম্মান:নারীর কর্মস্থল এমন হতে হবে যেখানে তার নিরাপত্তা, সম্মান ও মর্যাদা বজায় থাকে।জুলুম, হয়রানি বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রক্ষা করা ইসলামি সমাজের দায়িত্ব । 4. ঘরের দায়িত্ব ও কর্মজীবন: ইসলাম নারীর প্রধান দায়িত্ব হিসেবে পরিবার ও সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব দেয়। তবে তা মানেই নয় যে তিনি বাইরের কাজে অংশ নিতে পারবেন না।যদি পরিবার ও সংসার সামলানো সম্ভব হয়, তাহলে কর্মজীবনে অংশগ্রহণে কোনো বাধা নেই। 5. পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার নয়, বরং ন্যায্য অধিকার:ইসলাম সমতা নয়, বরং ন্যাধ্যতাকে প্রাধান্য দেয়। পুরুষ ও নারীর দায়িত্ব ও ইসলাম নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে, তবে তা শালীনতা, নিরাপত্তা এবং ইসলামি মূল্যবোধের

সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। এই বিষয়ে সমাজ ও পরিবার উভয়ের দায়িত্ব রয়েছে নারীদের উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করা। অবশ্যই, নিচে কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো:

১. নারীর কাজ করার অধিকার - কুরআনের দৃষ্টিতে:
আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা (৪:৩২):পুরুষ যা অর্জন করে, তা তাদের জন্য; এবং নারী যা অর্জন করে, তা তাদের জন্য।"

ব্যাখ্যা;এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন, পুরুষ ও নারী উভয়েরই কাজ করার অধিকার আছে এবং তারা নিজেদের কর্মফল লাভ করবে।

২. পর্দা ও শালীনতা - কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আচরণ:
আল-কুরআন, সূরা আন-নূর (২৪:৩০-৩১):
"মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান রক্ষা আর মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের শালীনতা রক্ষা করে এবং যেন তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে..."

ব্যাখ্যা;নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য দৃষ্টি সংযত রাখা ও শালীন আচরণ পালন করা কর্মক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নারীর জন্য পর্দার নিয়ম ও পোশাক শালীন হওয়া আবশ্যক।
৩. নারীর কর্মজীবনে অংশগ্রহণ - হাদীসের দৃষ্টিতে:

হাদীস:আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত: "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, 'আমার স্ত্রী আমার কাজে অংশ নেয় (ব্যবসায়)।' রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তাকে বোঝাতে পারো যেন সে হালালভাবে কাজ করে, এতে কোনো দোষ নেই ।'" (সহীহ মুসলিম)

খাদিজা (রা.) ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী, এবং নবী (সা.) তাঁর কর্মে সহযোগিতা করেছেন, যা নারীর ব্যবসা বা চাকরি করার বৈধতা প্রমাণ করে।

৪. নারী চিকিৎসক ও সমাজসেবা:রুবাইয়ি বিনতে মুয়াওয়িয (রা.) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে যুদ্ধে যেতাম, আহতদের সেবা করতাম এবং পানি পৌঁছে দিতাম ।" (সহীহ বুখারী: ২৮৮০)

ব্যাখ্যা;নারীরা চিকিৎসা, সেবা ও সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন নবী (সা.)এর তকমে ।

ইসলাম নারীকে শুধু মানুষ হিসেবে নয়, এক পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে মর্ধাদা ও অধিকার প্রদান করেছে_যা ১৪০০ বছর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন পৃথিবীর বহু সমাজে নারীদের কোনো অধিকারই ছিল না।

ইসলামে নারীর অধিকার সমূহ

১. জন্মের অধিকার ও সম্মান-
ইসলাম আগের জাহিলি সমাজের মতো কন্যা সন্তানকে অপমান বা জীবন্ত কবর দেয়ার প্রথাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:" যখন কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হবে, তখন সে জিজ্ঞেস করবে_ কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।"
(সুরা তাকভীর: ৮-৯)

২. শিক্ষার অধিকার-
জ্ঞান অর্জন পুরুষ ও নারীর জন্য সমভাবে ফরজ (আবশ্যক)।
হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন: " জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুমিন নর- নারীর উপর ফরজ"
(ইবনে মাজাহ)
৩. উপার্জন ও সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার-
নারী তার উপার্জনের সম্পূর্ণ মালিক, কেউ তা নিতে পারে না।কুরআনে আছে;

“নারীদের প্রাপ্য তাদের উপার্জন থেকে, আর পুরুষদের প্রাপ্য তাদের উপার্জন থেকে ।”

(সূরা আন-নিসা: ৪:৩২)

৪. উত্তরাধিকার লাভের অধিকার-

ইসলাম নারীকে স্পষ্টভাবে উত্তরাধিকার থেকে অংশ দিয়েছে, যা আগে ছিল না। উদাহরণ: একজন মেয়ে, স্ত্রী, মা_সকলেই নির্দিষ্ট অংশ পায়। ৫. বিয়ে ও বিবাহ বিচারের অধিকার

জোর করে বিয়ে সম্পূর্ণ হারাম। বিবাহ বিচারের ক্ষেত্রেও “খুলা' এর মাধ্যমে নারী নিজে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারে।

৬. মা হিসেবে মর্যাদা-

ইসলাম মায়ের মর্যাদা সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছে।

এক হাদিসে রাসুল (সা:) বলেছেন-

তোমার সর্বোচ্চ সেবা পাওয়ার অধিকার আছে কার?” তিনি তিনবার বললেন, 'তোমার মা"। তারপর বললেন, “তোমার বাবা”

(সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ৭. সমাজে অংশগ্রহণ ও কাজ করার অধিকার

নারী শিক্ষিকা, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, সমাজসেবী, ইত্যাদি বৈধ পেশায় অংশ নিতে পারে শর্ত হলো তা ইসলামি নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ৮. ইবাদত ও আত্মউন্নয়নের সমান সুযোগ নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতসহ ইসলামের সব ইবাদতে নারীদের পূর্ণ অধিকার ও সাওয়াব রয়েছে। ইসলাম নারীর মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে একটি নিরাপদ,সম্মানজনক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের অধিকার দিয়েছে । এসব অধিকার শুধু তত নয়_ইসলামি সভ্যতা ও ইতিহাসে এদের বাস্তব প্রয়োগের বহু উদাহরণ রয়েছে।

শেষ কথা

[আত তাওবাহ আয়াত নং ৭১]

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ: আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক । তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে । নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।

আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা। তিনি সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপর মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। পুরুষ আর নারী । উভয় জাতিকে আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদার স্ব স্ব আসনে সমাসীন করেছেন। এবং তাদের পরিপূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করেছেন। বরং অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীদেরকে বেশী অধিকার দিয়েছেন। পুরুষ ও নারী জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। আল্লাহ তায়ালা পুরুষ জাতিকে এক ধরনের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং নারী জাতিকে আরেক ধরনের দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রত্যেকেই যখন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে তখন তারা দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও সফলতা অর্জন করবে। পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে এমন একটা পরিস্থিতি বিরাজমান পুরুষ এবং নারী তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যে, অবজ্ঞা করে চলছে। ফলে সমাজে শুরু হয়েছে ফিতনা-ফাসাদ। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণ। ইসলামের প্রতি অনিহা-অনাস্থা। বলা বাহুল্য, এই নারী জাতি ইসলাম ছাড়া বাকি সকল ধর্মে নির্যাতিত, অবেহেলিত, ঘৃণিত, বোঝা ছিল। ইসলামই তাদেরকে পরিপূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। তাই নারীবাদীদের ফাঁদে পা দিয়ে নিজের জীবন এভাবে বিলিয়ে দেওয়া বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয় ।আমাদের মুসলিমদের এসব বিষয়ে সচেতন হতে হবে ও সচেতনতা তৈরি করতেও হবো স্কুল, কলেজ, সামনে দাঁড়াতেই হবে এই ভয় রাখতে হবে।কি জবাব দিব আল্লাহকে? আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইজ্জতকে হেফাজত করুক আমাদের ফিতনা থেকে হেফাজত করুক ।আমিন ইয়া রব্বাল আলামীন।

তথ্যসূত্র

১.ইসলাম ও নারী (মাওলানা কামরুল হাসান)

২. মুহস্বনাত (ইনবাত পাবলিকেশন)

৩.বিহাইন্ড ফেমিনিজম অনুবাদ সংকলন:মারিয়াম তানহা

৪.ফেমিনিস্টদের ঈমান ভঙ্গের ১০ কারণ (শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন)

৫.ফেমিনিস্টের প্রোপাগান্ডা (বব লুইস)

৬.নারীবাদের আর্তনাদ (উম্মে খালিদ)

৭. কুরআন ও হাদীস

৮.বিভিন্ন অনলাইন আর্টিকেল ও লেকচার।